সংকটের ভাষা ঃ বাংলা কাব্যনাটক

তণ মুখোপাধ্যায়

'কবিরা কালের শিক্ষক' বলেছিলেন উনিশ শতকের কবি নবীনচন্দ্র সেন। কবিদের ভূমিকা ঠিক কি ও নিয়ে নানা বিতর্ক আছে । কারো মতে কবিরা স্বপ্নচারী, কারো মতে সমাজ বদলে দেবার দায়িত্ব কবিরই। এইসব টুক্‌রো ভাবনার থেকে যে সত্য উঠে আসে তা এই---কবিরা সমাজে, জীবনে অপরিহার্য। প্লেটোর অনুশাসন পরিত্যজ্য । ভারতীয় পুরাণ বা রসশাস্ত্র কবিকে প্রজাপতি তুল্যে ও মনীষীপেই বন্দনা করেছে। কারণ, কবিরা ত্রান্তদর্শী। বহুদর্শী। তাই জীবনের, জগতের যা কিছু সংকট, সমস্যা, তা তাঁদের তৃতীয় নেত্রে উদ্‌ভাসিত হয়। এমন কবিরা যখন কাব্যনাটক লেখেন, অন্তত এলিঅটের অনজা কবিরাই লিখবেন;সেক্ষেত্রে তাঁদের নাটকে সংকটের ভষা আলাদা মাত্রা পেতেই পারে।

কিন্তু কাকে বলি সংকট ? অভিধান বলে বিপদ, বিঘ্ন, সমস্যা, বাধা, জটিলতা সবাই সংকটের অন্তর্ভুক্ত। চলার পথেকিংবা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এগুলির প্রায় সবই আমরা সহ্য করি, উপলব্ধি করি। কবি বা নাট্যকারেরা চান তাঁদের লেখায় সেই জটিলতা, সমস্যার স্বপ চিত্রিত হোক। সেই সঙ্গে থাকুক উওরণের কিংবা পথ খোঁজার চেষ্টাও। যেহেতু কাব্যনাটক কবিত্বের নতুন ধরণ মাত্র নয়; নাটকের গরিমাময়, অন্য এক প্রকরণ --যার অন্তঃসার কাব্য। তাই এহেন নাটকে যাপিত জীবনের অনুপুঙ্খ ধরা যায় না। ধরা হয় না। কোনো সংকটের বা সমস্যার মধ্যভাগ অথবা অন্ত্যভাগ থেকে শু হতে পারে এ নাটক। পাঠক ও দর্শক চিত্তপটে পূর্বাপর ঘটনার পরেখা এঁকে নেন। তারপরচরম পবিণতি কিংবা climax-এর জন্য অপেক্ষা করেন। কাব্যনাটক যেহেতু আমাদের মন- মনন বা বোধির কাছেঅধিক আবেদন রাখে, চৈতন্যকে জায়গা দেয় তাই যে সংকটের ভাষা ও ভাষ্য এখানে রচিত হয়, তা যতখানিপ্রত্যক্ষীভূত তার চেয়ে বুঝি অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের কাব্যনাটকে ভাব-ভাবনা দৃশ্যপ পেয়েছে।

প্রেম - ভালবাসা থিম পে প্রতীচ্য কাব্যনাটকে বারে বারে এসেছে। ফেদেরিকা গার্সিয়া লোরকার ব্লাড ওএডিং কিংবা ডন পারলিম্পলিনের ভালোবাসা কাব্যনাটকে প্রেমের কণ পরিণতি চিত্রিত হয়েছে। এখানে সংকট ---যে যাকে ভালোবাসে তাকে পায় না । আবার পল ভালোরি তাঁর সেমিরামিস কাব্যনাটকে সেই প্রেমিকা ও নিষ্ঠুরা রাণীকে আঁকেন যে ভালোবাসার পাত্রকে হত্যা করে। এখানে প্রেমিকার সংকট মনস্তত্ত্বিক। চওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সেতু রচিত হয় না।

এলিঅট বা ইয়েট্‌সের কাব্যনাটকে সংকট এসেছে আরেক ভাবে। 'মার্ডার ইন্‌ দি ক্যাথিড্রালে' বেকেট তাঁর আদর্শের শুদ্ধতা রক্ষায় প্রলোভন জয় করেছে ; আত্মাহুতি দিয়েছে। তাঁর সংকট আদর্শ রক্ষার । আধুনিক জীবনের সমস্যা ও সংকট চিত্রিত হয়েছে " দি ফ্যামিলি রি- ইউনিয়নে" । যেখানে নাট্যকারের প্রত্যাশা - the knot shall be unknotted. অন্যদিকে ইয়েট্‌সের "পার্গেটরি"নাটকে বৃদ্ধের সংকট তার পরিবারে, যাতে রক্তের পাপ সঞ্চারিত না হয়। এজন্যও সে হত্যা করে। তার পার্থনা---- Appease: The misery of the living and the remorse of the dead. ইয়েট্‌সের"অনুসূয়া ও বিজয়" কাব্যনাট্যে আছে ভারতীয় প্রচ্ছদ। তবু এ এক মহতী প্রেমের গল্প। নারীপুরোহিত অনসূয়া বৃহত্তর স্বার্থে বিজয়কে ভালোবেসেও কাছে টেনে নিতে পারে না । এই তার গূঢ় আত্মিক সংকট।

বাঙালি কাব্য নাট্যকারেরা তাঁদের কাব্যনাট্যে যেসব সংকট দেখিয়েছেন তা'বহুধা বিচিত্র। যেমন, দিলীপ রায়ের "সার্কাস" কাব্যনাট্যে বাবা-মা-ছেলে, দাসী ও টাইপিস্টকে নিয়ে জটিল বিন্যাস তৈরি হয়েছে। আপাতলঘু রসের লেখা হলেও এখানে আছে আত্মপরিচয়ের সংকট। প্রতিটি মানুষ দুটি সত্তা (Dual Personality) নিয়ে চলে চলেছে। তারই দ্বন্দ্ব- সংঘাতে এই কাব্যনাট্য মুখর। আবার " দুই আর দুই " (১৯৫০)কাব্যনাটকে এক বেকার যুবকের নেতিবাদী ও হতাশ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে, সংসারে, ব্যাক্তিতে কোথাও সে উজ্জীবনের আলো দেখেনি। তাই এসেছে হীনমন্যতা, বাঁচার ইচ্ছা নষ্ট হয়েছে। জীবন অপেক্ষা মৃত্যু কি বড়ো ? সুন্দর ?আশাপ্রদ ?এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় নচিকেতার মতো সে ভাবে----

জীবনের ওপারেও
নিশ্চয় জীবন আছে
জ্যোতিষ্ককণার মতো সমারোহ।

গিরিশঙ্কর তাঁর “সাঁইপত্রী”(১৯৬০) কাব্যনাটকে পাহাড় জয়ের কাহিনী ব্যক্ত করলেও, আসলে তা প্রতিটি মানুষের শীর্য জয়ের বাসনা ও ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত। যার কাছে সকলেই যেতে চায় ‘but few chosen’ ব্রতীশ বলে-
ঐ শোনো, হাওয়ায় ভাসছে সাঁইপত্রীর ডাক
ঐ দ্যাখ, চূড়ায় জ্বলছে সাঁইপত্রীর আগুন
রামচন্দ্র! দ্যাখ দ্যাখ, কাঁপছে ঐ পূর্ণতার চূড়া।

বাংলা কাব্যনাট্য জগতে রাম বসু স্মরণীয় কবিব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় প্রজ্ঞা, দার্শনিকতা ও সমাজবীক্ষা ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। জীবনের, জগতের সমস্যা আর সংকটই তাঁর কাব্যনাট্যের বিষয়। যেমন ..রাজকীয় পদশব্দ গুলি.. (১৯৬১) কাব্যনাটকে মায়ের মৃত্যুর পর মাসী সংসারের দায়িত্ব নিল হিরণ মানতে পারে না। প্রায় একই বিষয় অন্যভাবে নাট্যপায়িত হয়েছে ..নিশি পাওয়া.. (১৯৭৩) কাব্যনাট্যে। এখানে অনুপমা ন ার্সের ভূমিকা থেকে সমীরের বাবার স্ত্রীর ভূমিকায় উন্নীত। যা সমীর মানে না, সংকট এখানেই। ঈষৎ ঈডিপাস কম্প্লেক্সের ছোঁয়া এখানে পাই, যখন দেখি সমীর সেই অনুপমাকে মা ও প্রেমিকা পে দেখে। আর .. র াজকীয় পদশব্দগুলিতে হিরণ ও চিন্ময়ী আদি নরনারী হয়ে ওঠে।

‘পার্থ ফিরে এলো’ (১৯৭৪) কাব্যনাট্যের পটভূমি রক্তাক্ত সত্তর দশক-- নকশাল আন্দোলন, যখন বহু তাজা প্রাণ অকালে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। বহু স্বপ্ন নষ্ট হয়েছে। সেই যুগসংকটে কবি রাম বসু মুক্তির দূতকে, দিশারী যৌবনকে খুঁজেছেন পৌরণিক পার্থের প্রত্নপ্রতিমায়। রতনবাবু দেখেন, মানুষ ক্রমশঃ অমানুষ; কেউ কারো কথা ভাবে না আর্তনাদ করে উঠলে------

ভূমিকাই মানুষ। আমাদের ভূমিকা নেই।
আমরা মানুষ নই।
তারপর থাকে শুধু স্বপ্ন আর প্রতীক্ষা।
আমদের পার্থ আছে
ঘর ছাড়া পার্থ, পার্থ
এ যুগের ইউলিসিস।

এই পার্থরা বহু প্রাণ হরণের পর নতুর প্রাণ প্রতিষ্ঠায় স্বপ্ন দেখতে গিয়ে বোঝে সংকট কত গভীর---। / আমি প্রাণ দিতে পারলাম না ?” প্রতিটি লগ্ন তাই অগ্নিবর্ণ রৌরব হয়ে যায়। আশ্রয় নিতে হয় এল.এস.ডি.তে। তবু ‘পরান মাঝিঁ’র স্রষ্টা সমস্যায় দীর্ণ হন না; হতাশায় ডুবে যান না। বরং মাটিতে, আকাশে মন্ত্র খোঁজেন। “মন্ত্র খুঁজি” (১৯৮১) কাব্যনাটকে
আমাদের নতুন পাঠ নিতে হবে
নক্ষত্রের কাছে
মৃত্তিকার কাছে
সময়ের কাছে

কবি কৃষ্ণ ধর তাঁর কাব্যনাট্যগুলিতে প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কের নান টানাপোড়েন দেখিয়েছেন।“এক রাত্রির জন্য”(১৯৬১) কাব্যনাটকে ভাস্বতী-সুবিনয় - কল্যাণ মিলে প্রেমের দ্বন্দ্ব বেদনা রচনা করেছে। ট্রেনের প্রতীক্ষার প্রতীকে উন্মোচিত হয়েছে তাদের গোপন হৃদয়। যেমন সুবিনয় বলেছে----
প্রেমের উত্তাপ যদি নিভে গিয়ে ছাই
হয়ে যায়
সে জীবন মৃত্যুর সমান।

“পদধবনি পালাত ”(১৯৭৭) সত্তর দশকের সেই ছিন্নমস্তা সময়ের নাট্যপ। যখন যুবকেরা কেউ ঘরে ফেরে, কেউ ফেরে না। মায়ের স্নেহ, বোনের উদ্বেগ এই কাব্যনাটকে সময়ের সংকট তীব্র করে তোলে। মা সুহা

সিনী বলে----"এত রাত হলো, এখনো ছেলের দেখা নেই।"বন্ধু শোভন জানে সমীর ফিরবে না। কেন না মানুষের দুঃখ, ক্ষোভ, যন্ত্রণার উপশম কোথায় জানতেই ব্যাক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে মিছিলে চলেছে সমীর। তিমির বিনাশে এগিয়ে দিয়ে যদিও সে তিমিরে বিলয় হয়েছে। সম্প্রতি " কণ রঙিন পথ " (২০০৩) কাব্যনাট্যে তিনি দাম্পত্য সুখবঞ্চিতা নারীর নিঃসঙ্গতার ও বিচ্ছিন্নতার সংকটকে চিত্রিত করেছেন।

প্রতীক্ষা বাংলা কাব্যনাট্যে একটা বড়ো মাত্রা এনেছে। তা স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র প্রভাব সহজাত কিনা বলা মুশকিল। তবে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না এই প্রভাবকেও। আসলে সময়ের প্রেক্ষিতেই বাঙালি কবি ও নাট্যকারেরা অপেক্ষার দীর্ঘ বোলাকে গুত্ব দিয়েছেন। যেমন রাম বসুর "পার্থ ফিরে এলো "; কৃ ষ্ণধরের "পলাতক পদধবনি" কাব্যনাটক। তেমনি আলোক সরকারের "অশ্ব গাছ" কাব্যনাটকেও আছে প্রতীক্ষা। একজন আসবে -- সে কারোর পুত্র, কারোর দাদা, কারোর বন্ধু। তারই জন্য সব আয়োজন, সাজসজ্জা। তবু সে আসেনা। অদৃশ্য এক সংকটের ছায়া মেলে যায় এখানে । কি হলো তার ? শুধু এক অস্থ গাছ অপেক্ষার চেয়েও দীর্ঘ ও স্থির হয়ে থাকা। ঐ গাছের মতো বাবা ভাবেন---- আমি আছি।

দীর্ঘদিন আছি মগ্ন পবিত্র বিশ্রামে, কেউ ডাকবে না। শিল্পি ও বাস্তবজীবনের সংকট নাট্যপ পেয়েছে " মায়াকাননের ফুল " কাব্যনাটকে। যে কারিগর আপনমনে কাজ করে শিল্প সৃষ্টি করে, জানে না কার কাছে এর মূল্য পাবে । শুধু ভাবে---" কেউ যদি কোনদিন এসে, তোমাকে চিনতে পারে ।" এও এক প্রতীক্ষা। ' তুমি মোর পাও নাই পরিচয়' রবীন্দ্রনাথ বলেন, যা শিল্পীসত্তার মূলকথা। এই না চেনার যন্ত্রণা, নিজেকে ধরা-অধরার আলো-আঁধারে রেখে সংকটের কষ্ট পাওয়াই তো " মায়াকাননের ফুল। " যে ফুলের ঘ্রাণ, রূপ সকলের জন্য নয়। সেই ' ধ্যানের ধন ' কে উপযুক্ত হাতে দিতে না পারার সমস্যা ও সংকট সামান্য নয়।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় -এর " প্রাণের প্রহরী " কাব্যনাটক (যা পরে গদ্যনাটকে পান্তরিত হয়েছে এবং তা আলোচিত হচ্ছে না,) এক চরম সংকটের নাট্যকাব্য। একমাত্র পুত্র বাবুল মরণাপন্ন--- নেফ্রেটিক সিনড্রমে। পিতা ঋষি একজন ডাক্তার হয়েও পুত্রকে সুস্থ করতে অক্ষম। একটি বিশেষ ওষুধ ইন্‌জেকশন্ দিলে বাবলু হয় বাঁচবে, নয় মরবে---এমনই সংকটের ভুমিতে এই কাব্যনাটক লেখা হয়। পিতৃস্নেহ ও বাৎসল্য আর মৃত্যুর দ্বৈরথ শু হয় বাবা ও ডাক্তার বলেনঃ " আমি আছি প্রাণের প্রহরী। " পুত্রকে বলেন---
সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়ত উঠবি বেঁচে কিংবা চলে যাবি পরপারে।

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই জয়ী হয়। কিন্তু মৃত্যু কি এভাবে সুখী হতে পারে? পিতৃস্নেহের সামনে দাঁড়িয়ে এই জিজ্ঞাসায় মৃত্যুপা নারী 'সুখী নই, সুখী ন' বলে। তখন সংকটের ভাষা যেন জীবনের আরেক প্রশান্তির ও প্রাপ্তির মাধুরী রচনা করে।

১৯৬২ সালে কবি তণ সান্যাল কাব্যনাট্যধর্মী "জলের গল্প" লেখেন। তারপর ১৯৯৬ থেকে এই ২০০৩ পর্যন্ত তাঁর কাব্যনাট্য রচনার ধারা অব্যাহত । তাঁর " সখাসখী সংবাদ" (২০০০) কাব্যনাট্য সংকলনে সাম্প্রতিক বিষয় ঠাঁইপেয়েছে। যেমন কার মুখে আলো পড়েছে, সফলতা কাব্যনাট্য আধুনিক জীবনযাত্রার সুখ ও সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। স্বামী উশনীর শুধু স্বার্থরক্ষায়, খ্যাতি - প্রতিষ্ঠার মোহে অন্ধ। আর বন্ধু অরিন্দম পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জন দেয়। দুই পুষের মধ্যে তবে কে বরণীয়? এই সংকটে রচনা বলে তার জবানীতে-- " তোমার আমার মাঝখানে অরিন্দম দাঁড়িয়ে আছে" । দাম্পত্য জীবনের সংকট একটু অন্যভাবে ধরা পড়েছে " সখাসখী সংবাদে" র কাব্যনাট্যে। যেখানে সমাজসেবী তুহিনকে প্রাক্তন প্রেমিকা সুতপা তার কাছে অনতে চায়। রীণার সঙ্গে তুহিনের দাম্পত্য সম্পর্ক-সুখ সে মেনে নিতে পারে না। তুহিন কার কাছে যাবে ভাবতে পারে না। তার সেই দোলাচলতার মধ্যে কাব্যনাটক শেষ হয়েছে। " যাদুকর এবং অহল্যামাটি " কাব্যনাটকে আছে রাজনৈতিক নেতার মুখোশ খোলার দুঃসাহসিক চেষ্টা। অকৃতদার, বিপ্লবী, নেতা প্রবোধ চৌধুরী গোপনে আরতি সেনের সঙ্গে মিলিত হন। সেকথা জীবনের উপান্তে এসে ফাঁস হয়ে যায়। এই সংকটের পটভূমিতেই কাব্যনাট্যটি রচিত হয়েছে। আরতির হাহাকারে সেই বিষাদ ফুটে ওঠে---
তোমকে বিপ্লবী ভেবে মনে মনে ঘর ভাঙার ঘর বেঁধেছিলাম
সে সব হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়া উড়িয়ে নিলো।

প্রবোধ চৌধুরীকে সে অভিযুক্ত করে বলে-- প্রেমহীন লড়াই করেছে। মস্তানের ছোঁড়া বোমায় আহত প্রবোধ অবশ্য মৃত্যুর মখোমুখি হয়ে আরতিকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করেছে।

পূর্ণেন্দু পাত্রীর " আমার আবহমান ধ্বংস ও নির্মাণে" কাব্যনাট্যে নন্দিনী ও শুভঙ্করের রূঢ় অভিজ্ঞতার বিবরণ পাই ।রক্তাক্ত মানুষ দেখে শিহরিত হয় নন্দিনী । শুভ ঙ্করের হাতে মার খাওয়া মানুষদের আশ্রয় দিতে চায়, নন্দিনীর কছে সে " সৌরলোকের হাওয়া।" ধ্বংস ও নির্মাণে এই মানবিক চলাই মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এই কাব্যনাট্য সম্পর্কে কবি অণ মিত্র বলেছেন -- " পূর্ণেন্দ পত্রী এক বিশাল পটভূমিতে ব্যক্তিসত্তার সংকটকে রূপায়িত করেছেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩.০৯.১৯৮৩)

প্রধানত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় খাঁটি কাব্য নাটক তেমন লেখেন নি , সবই শ্রুতিনাট্য বা সংলাপবদ্ধ কাব্য। তবু "স্বীকারোক্তি" কাব্যনাটকে দাম্পত্যজীবনের গভীর সংকট ফুটে উঠেছে। অতীশ মানসিক ভাবে অসুস্থ এ জন্যই যে, তার স্ত্রী ও বন্ধু হেমেন অবৈধ সম্পর্কে জড়িত সে হঠাৎই জেনেছে । এই বিশ্বাসভঙ্গই তার যন্ত্রণার ও সংকটের বিন্দু। স্ত্রী মনীযাও স্বীকার করেছে, অসতর্ক, মুহূর্তে অতীশ তাদের দেখে ফেলেছিল। ডাক্তার দেখিয়েও স্বামীকে সারানো যাবে না। হেমেন তাই কড়া ডোজের ওষুধ দিয়ে বন্ধুকে ঘুম পাড়াতে চায় । মুছে দিতে চায় কলঙ্কিত অতীতের স্মৃতি। মনীষা কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আলো থেকে আঁধারে সরে আসে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের "নাম ভূমিকায়" কাব্যনাট্যে আছে পরীক্ষানিরীক্ষা। তবে এরও মিথ প্রেম। পরাগ ও ণা পরস্পরকে ভালোবাসে, চায়। সেখানে আসে অদিতি। জটিলতার শু হয় এখানেই। এর সঙ্গে যুক্তহয় পরাগের অল্টার-ইগো। যা প্রেমে দ্বন্দ্ববাধা সৃষ্টি করেছে। পরাগ বলে---

আমরা শীতের সব ক্ষুন্ন পাতা ণাকে দিয়েছি

অদিতি, তোমার জন্য আমি কোনো কবিতা রাখি নি।

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের " একলব্য " পুরাণাশ্রিত কাব্যনাটক। এখানে যে সংকট ঘনীভূত হয়েছে, তা ঋাস ভঙ্গের । গু দ্রোণাচার্যকে দূর থেকে শ্রদ্ধাও বিনতি জানিয়ে একলব্য নিজেকে যোগ্যতর করে তুলেছিল। কিন্তু অর্জুনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে দ্রোণাচার্য বনবাসী শিষ্যকে তার আনুগত্যের দুর্বলতায় একটি আঙুল গুদক্ষিণাপে চান। যা দেওয়া মানে ধনুর্ধারী একলব্যের আত্মিকমৃত্যু ঘটা। কার্যত তাকে তা দিতেই হয়। বিস্মিত, মর্মাহত একলব্য বলে---

আমার ঋাস.......আমার ঋাস.......আমার ঋাস কাড়বে তুমি?

সম্মিলিত বনবাসীর কণ্ঠে কোরাসে শোনা যায় "মানুষের এ শেষ দক্ষিণা।"

নীরেন্দ্রনাথ চত্রবর্তী প্রকারণিক কৌতূহলের তাড়নায় একটিমাত্র কাব্যনাটক লিখেছেন------

"প্রথম নায়ক।" যার পাত্রপাত্রী সুশোভন ও লালিতা। সুশোভন চায় "প্রেমের মুক্তি" ললিতা চায় বন্ধন। বন্ধু আদিত্য মধ্যস্থতা করতে চায়। চাওয়া আর পাওয়া, কামনা ও প্রেমের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ রূপই এই কাব্যনাট্যে ব্যাক্তির সংকট রচনা করেছে। এই প্ল্ন কাব্যনাট্যে প্রধান হয়ে ওঠে----

কে শৃঙ্খলে কোথায়

পেয়েছে মুক্তির স্বাদ?

বহু নারীসঙ্গধন্য সুশোভন আকাঙক্ষার দেনা মেটাতেই ব্যস্ত ছিল এতদিন। এখন ললিতার কাছে নীড়ের আকাঙ্খা তারপক্ষে মানা সম্ভব হয়না। সে লীলাচপল মুক্তবিহঙ্গ। তবু দ্বিধা ছেড়ে যখন সে প্রেমের দিকে হাত বাড়ায়, ললিতা তাকে ছেড়ে চলে যায়।

বাঙ্গালি কাব্যনাট্যকারদের মধ্যে তিন দশকের কবি বুদ্ধদেব বসু এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছেন। তিনি শুধু পুরস্কারধন্য, নন তাঁর রচনার প্রসাদগুণ অনবাদ্য। তাঁব "তপস্বী ও তরঙ্গিণী", "প্রথম পার্থ","অনাম্নী অঙ্গণা","সংত্রান্তি " ইত্যাদি কাব্যনাটক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। কাব্যগুণ ও নাট্যগুণে এগুলি সকলের মনোহরণ করেছে। সব কটি কাব্যনাটকই এক সংকটের ভাষ্য। সুখ্যাত তপস্বী ও তরঙ্গিণীতে পুরাণের মুখচ্ছদে এক আত্ম-বিস্মৃত পুষের হৃদয়ের জাগরণ দেখানো হয়েছে। আজন্ম ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গ বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর দেহসান্নিধ্যে জীবনের অন্য প দেখেছে। দেহ থেকে দেহাতীত প্রেমে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে। মাঝখানে শান্তার সঙ্গে বিবাহ এনেছে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব ও বেদনা। শেষে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজপুরী ত্যাগ করেছেন।

"কালসন্ধ্যা" নামেই ত্রান্তি লগ্নের আভাস দেয়। যদুবংশধর এখানে সওরের তাজা প্রাণ যুবকদের অকাল আত্মদানের ইঙ্গিত আনে "এইসব কুশীলব ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার" ব্যাসদেব জানান। আর কৃষ্ণ এই হানাহানি ও ধবংসকে বলেন ---

"বিধিবদ্ধ নিশ্চিত অন্তিমমাত্র।" কালসন্ধ্যা রচনাপর্বে বুদ্ধদেব বসু কন্যা দময়ন্তীকে চিঠিতে সক্ষোভে লিখেছেন-

"আগামী পাঁচ দশ বছরের মধ্যে এই ভারতবর্ষীয়

ভূখন্ডের মধ্যে কী রকম ভাঙচুর ওলোট পালোট

হবে, মহাজ্ঞানীরও ধারণাতীত।"

(সাপ্তহিক দেশ, ৩ জুন ১৮৮৯, চিঠি ;১৮.০৩.১৯৯৯)

"সংত্রান্তি" কাব্য নাটকেও আছে এমনই ধবংস আর হত্যার পটভূমি। কুরুক্ষেত্র শেষ। মৃতপ্রায় দুর্যোধন দ্বৈপায়নে। আর্তনাদ করছেন বৃদ্ধ, অন্ধধৃতবাষ্ট্র --দুর্যোধনকে জীবিত রাখো, যুধিষ্ঠির । মা গান্ধারী বলছেন--বাছা, ফিরে আয়। রাজনৈতিক, সামাজিক বিপর্যয়ের পটভুমিতে এই সংকট তীব্রতর হয়ে অধুনাকে স্পর্শ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কাব্যনাটক এখানো লেখা চলেছে। তবে অনেকেই তা পদ্যবন্ধ বা সংলাপবদ্ধ করেছেন। কাব্য ও নাটকের যথার্থ মিলন ঘটছে না। তাই সেসব রচনার উল্লেখ করা হলো না।

ওপার বাংলার কথা এ প্রসঙ্গে কথা এ সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে । এখানকার কবিরা এলিঅট, ইয়েট্স্, ফ্রাই প্রমুখ কাব্যনাট্যকারদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। ফরখ আহম্মদের "নৌফেল ও হাতেম", সৈয়দ শ

ামসুল হকের "নূরলদীনের সারাজীবন", সেলিম আলদীনের "কিওনখোলা" সান্যেদুল আওয়ালের "ফমিমনসা" ইত্যদি ভালো কাব্যনট্য। শামসুল হক তাঁর "গণনায়ক " -এ বাংলাদেশের মুক্তিদুদ্ধকে থিম পে গ্রহণ করেছেন। তাঁরমতে, এটি রাজনৈতিক বিবেকের পালা। আর নূরলদীন যেন পরিত্রাতা হয়ে দেখা দেয় তাঁর নাটকে। সব সংকটের আবাসন সে---

যখন আমার স্বপ্ন লুঠ হয়ে যায়
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়.......

তাঁর "এখন এখানে" কাব্যনাট্যে মুক্তিযুদ্ধের পরের জয় বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। সুলতানার ভয় ও প্রা-----

ডাকাত নির্বিঘ্নে হাঁটে, ঘরে সাধু চোর হয়ে থাক;
মানুষ বাঁচতে পারে?
সত্যিই এ এক অদ্ভুত আঁধার।

"কেয়ামত মঙ্গল" কাব্যনাট্যে সেলিম আলদীন শাসন শোষণের ছবি এঁকেছেন।"ফনিমনসা" কাব্যনাট্যে আছে মালো জীবনের সুখদুঃখ সমস্যা। আছে এক সুন্দর স্বপ্ন।

ধানের মাড়াই, হইবো
আমাদিগের উঠানে।

আর এভাবেই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, সমস্যা ও সমাধান বাংলা কাব্যনাটকে যে সংকটে ভাষা ও ভাষ্য রচনা করেছে তা, শুধু দৃশ্যপময় হয়ে থাকে নি । গভীরতর অর্ন্তনাটকীয়তায় দর্শক ও পাঠককে তা, ভাবিত, উদ্দীপিতও করে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com